গ্রহান্তরের সুখ

কাজী জহিরুল ইসলাম

।।দশ।।

মানুষের জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যে মুহূর্তগুলি খুবই আনন্দের কিন্তু এক ধরনের শূন্যতায় মনটা যেন কেমন করে ওঠে। কাল রাতে অমিতের সঙ্গে অপুর কথা হয়েছে। টেলিফোনে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছে ওরা। সে কথায় তেমন কোনো আবেগ ছিলো না। খুব স্বাভাবিক, গোছানো কথাবার্তা। ওরা যে দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে একথা স্পষ্ট করে কেউ কিছুই বলে নি। বলার কোনো প্রয়োজনও হয় নি। একটা জিনিস অপু নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছে অমিত ওকে ভালোবাসে, অত্যন্ত ম্যচিউরড সে ভালোবাসা এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় যেন ওদের দু'জনের মধ্যে একটা বড় রকমের অমিল রয়েছে। সেই অমিলটা ধরতে পারছে না অপু।

এটা অপু ঠিক বুঝতে পারছে ভালোবেসে ও গুটিয়ে গেছে। ওকে এখন অনেক কিছুই ভাবতে হয়। বাবার কথা। আপুর কথা। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ওইসব উটকো ঝামেলার কথা। এইসব ভাবনা ওকে ক্রমশ দূর্বল করে তুলছে। মনের জোর কমে যাচ্ছে। আর সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রে একজন টিপিক্যাল বাঙালী নারীর মতো ঠাই করে নিয়েছে একটি ঘরের স্বপ্ন। ওর সমস্ত স্বপ্নগুলো যেন একটা প্রচন্ড ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট গোছানো ঘরের ভেতর। শুধু চারদিকে না, শুধু দশদিকে না, এতোদিন অপু বিনা বাঁধায়, বিনা লজ্জায় একসাথে তাকাতো সবদিকে। ওর ছিলো মাছির মতো মাথার চারপাশে অসংখ্য খোলা চোখ। ওর ঘরের চারপাশে ছিলো অসংখ্য খোলা জানালা। এখন বুঝি ওর সবদিকের জানালাগুলো একটা একটা করে বন্ধ হয়ে আসছে। শেষমেষ কি মাত্র একটা জানালা দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশ থেকে শেষ বিকেলের এক চিলতে আলো এসে পড়বে ওর ঘরে? আর সেই আলোতেই ওকে চিনে নিতে হবে সমস্ত জীবনের দীর্ঘ পথ। জীবনটা আটকে যাবে এত্তোটুকুন একটা ঘরের মধ্যে?

তবু ওর ভালো লাগছে। সব হারানোর কষ্টের চেয়েও অনেক বেশী আনন্দের ভালোবাসাকে খুঁজে পাওয়া। অপু সেই স্নিগ্ধ, নির্মল, কাঙ্খিত ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছে। কিছুতেই তাকে হারাতে দেবে না। কোনো কিছুর বিনিময়ে না। শূন্যতাবোধের ভেতর থেকে ক্রমশ একটা নির্লিপ্ত ভালোলাগাবোধ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। একসময় আনন্দে ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। ভীষণ জোরে শব্দ করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আনন্দ ও শূন্যতার যুগল স্রোতটি ওকে অস্থির করে তোলে। মনটা কেমন উড়ু উড়ু হয়ে ওঠে। কি করবে, কি করবে না কিছুই বুঝে উঠতে পারে না অপু। আসলেই কি এই অবস্থাটা ওর ভালো লাগছে ? নাকি স্তরান্তরের এই খেলায় ও পরাজিত হতে চাচ্ছে না। তাই জোর করে ভালো লাগাবার চেষ্টা করছে? বুঝতে পারে না অপু। কেমন যেন একটা অন্যরকম অনুভূতি। এ অনুভূতি ব্যাখ্যা করা যায় না।

কামিনী ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণটা মরে আসছে। যেসব ফুল রাতে ফোটে ওরা দিনের বেলায় তেমন ঘ্রাণ ছড়ায় না। সারারাত ওর জানালা দিয়ে বাগান থেকে একটা মিষ্টি ঘ্রাণ আসছিলো। খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগে,

ঘ্রাণটা যেন আরো তীব্র হয়ে উঠেছিলো। অপু উঠে গিয়ে ওয়াডরোবের ওপর থেকে হাত ঘড়িটা তুলে নেয়। সাড়ে ছ'টা বাজে। এতো ভোরে ও কখনো ঘুম থেকে ওঠে না। আজ ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যাবার পর আর ঘুমোতে পারছে না। ঘরটা কেমন অগোছালো হয়ে আছে। কাল রাতে ড্রেস বদলায় নি ও। জিনস পরেই শুয়ে পড়েছিলো। ওর দু'জোড়া জুতো ফ্লোরের ওপর ছড়ানো ছিটানো, তার একপাটি জিভ উল্টে পড়ে আছে পড়ার টেবিলের নিচে। সারা ফ্লোরে কাপড়-জামা, তোয়ালে, মোজা, চুলের ব্যান্ট, পুরোনো ম্যাগাজিন-বই আরো কতো কি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অগোছালো ঘরের দিকে তাকিয়ে খুব লজ্জা পায় অপু। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজের হাসিটাকে চেপে ধরে। ঘর গোছানো ওর অভ্যেস না। অথচ ইচ্ছে করে পুরো ঘরটা আজ গুছিয়ে ফেলতে। সবকিছু এতো অগোছালো, কেউ দেখলে কি ভাববে? কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই একজনের মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাহলে কি এই একজনের জন্যই ওর সকল আয়োজন? অজান্তেই এই একজন একটি অদৃশ্য সিংহাসনে বসে ওর সমস্ত চিন্তাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে? এরকম অগোছালোতো অপুর ঘর সব সময়ই ছিলো। আর কখনোতো অমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে নি ও। একটু একটু করে ওর সবকিছু বদলে যাচ্ছে। যা কিছু এতোকাল ওর ভালো লাগতো তা যেন আজ খারাপ লাগতে শুরু করেছে আর যা কিছু এতোকাল খারাপ লাগতো তা যেন আজ ওর ভালো লাগতে শুরু করেছে। এর অর্থ কি? অপু এর অর্থ জানে না। সব মানুষের জীবনেই একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। অপুর জীবনে বুঝি সেই পরিবর্তনের দখিনা হাওয়ার ঝাপটা লাগতে শুরু করেছে। জিনসটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে করে ওর। গায়ের শুভ্র শাদা টি-শার্টটিও খুলে ফেলতে ইচ্ছে করে। তারপর পুরোপুরি নগ্ন হয়ে বাথরুমে ঢুকে যাওয়া যায়। বাথরুমে গিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে শাওয়ারের ঠান্ডা পানিতে সমস্ত শরীরটা ধুয়ে একটা লাল শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে অপুর। সব মেয়ের বুকের ভেতরই কি একটা লাল শাড়ির স্বপ্ন থাকে? কথাটা ভেবেই ও ফিক করে হেসে দেয়। ও-তো কোনোদিন শাড়ি পরে নি। মিলির বিয়েতে পরার একটা সুযোগ হতো কিন্তু সেটাতো আর হলো না। মিলিতো ভেগে গিয়ে বিয়ে করলো।

অপুর ইচ্ছে করছে নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলতে। জীবনের একটিমাত্র জানালা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, সে আলো একান্তই ওর। আর কারো ভাগ নেই ওতে। অপু সেই আপন আলোয় স্নাত হতে চায়, ভিজতে চায় পরিপূর্ণভাবে। একটা পাগলা হাওয়া ওর ভেতরের তরঙ্গটাকে উসকে দেয়। এই সাত সকালে ও গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করে,

আলো আমার আলো ওগো আলো ভূবন ভরা
আলো নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় হরা ।।

নাচে আলো নাচে ও ভাই আমার প্রাণের কাছে
বাজে আলো বাজে ও ভাই হৃদয় বীণার মাঝে
জাগে আকাশ ছোটে বাতাশ হাসে সকল ধরা।।

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি
আলোর ঢেউয়ে উঠলো মেতে মল্লিকা মালতি

মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই যায় না মানিক গোনা
পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি
সুর নদীর কূল ডুবেছে সুধা নিঝর ঝরা।।

গান শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অপু। নিজেকে ও আর ধরে রাখতে পারছে না। একটা অন্তহীন অস্থিরতা ওকে যেন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে। ওর কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে নতুন করে জন্ম নিতে। জীবনকে বদলে ফেলার জন্য চাই নতুন জন্ম, আর এজন্য প্রয়োজন পুরোনো স্বত্বার বিলোপসাধন, মানে মৃত্যুবরণ। জন্ম নেবার জন্য নগ্ন হওয়া প্রয়োজন। মানুষ পৃথিবীতে নগ্ন হয়েই আসে। আবার নগ্ন হয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এই মুহূর্তে অপু মৃত্যু এবং জন্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। এতোদিন এই বাড়িতে, এই হামিদা লজে যে উচ্ছল, চঞ্চল, দূরন্ত এক দস্যি মেয়ে ছিলো, যার নাম অপু আজ তার মৃত্যু ঘটবে। এরপর এখানেই জন্ম নেবে আরেক নতুন অপু। যে অপু জিনস পরতে জানে না, বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজপথে সাইকেল চালাতে জানে না। দু'পা এগিয়ে গিয়ে দরোজার লকটা পুশ করে দেয় ও। এ ঘরে এখন আর কেউ ঢুকতে পারবে না। এ ঘরটা এখন শুধুই ওর, অপুর নিজস্ব পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই।

এই নির্জন পৃথিবীতে আজ, ১৯৯৪ সালের ১০ই জুলাই, একুশ বছরের এক দূরন্ত অপুর মৃত্যু ঘটবে এবং এর পরেই জন্ম নেবে আবহমান গ্রাম বাংলার লাজুক বধুর মতো স্নিগ্ধ, অপাপবিদ্ধ, আনকোরা, নিস্পাপ এক মায়াবতী, রূপবতী অপু। হঠাৎ ওর মনে হয় এ নামটিও বদলাতে হবে। আজ এই ঘরে যে নতুন মানুষটির জন্ম হবে ওর নাম অপু হতে পারে না। কিছুতেই না। কি নাম হতে পারে? এক মিনিট চুপ করে থাকে ও। চোখ বন্ধ করে। হ্যাঁ, পেয়ে গেছে। নদী। ওর নাম হবে নদী। এই ঘরের নির্জন পাহাড়ে জন্ম নেবে এক লাজুক নদী। তারপর বাংলার সমতলভূমি চুম্বন করে প্রবাহিত নদী গিয়ে মিলিত হবে অমিত নামের এক গভীর সমুদ্রে।

ঘর গোছানোর ইচ্ছেটা ওর মধ্যে আবারো প্রবল হতে শুরু করেছে। ওয়াডরোবের একটা ড্রয়ার টেনে খুলে ফেলে অপু। এক এক করে সবগুলো কাপড় বের করে এনে খাটের ওপর রাখে। কাপড়গুলো নেড়ে-চেড়ে, ঝেড়ে ঝেড়ে পূনরায় ভাঁজ করে অপু। এরপর এক এক করে আবার ঢোকায় ড্রয়ারে। কিন্তু কি আশ্চর্য সবগুলো কাপড় এখন আর ড্রয়ারে জায়গা হচ্ছে না। অথচ এর ভেতরেইতো সবগুলো কাপড় ছিলো। যে অপুকে ও আজ হত্যা করতে যাচ্ছে, চাইলেই কি ও আবার সেই অপু হতে পারবে? না পারবে না। কারণ মানুষকে হত্যা করা যায় কিন্তু সেই জীবন তাকে আর ফেরত দেওয়া যায় না। ড্রয়ার থেকে বের করা কাপড়গুলো হয়ত পূনরায় ড্রয়ারে ঢোকানো যায় কিন্তু মানুষ একবার একটা অবস্থান থেকে বেরিয়ে এলে আবার সেই অবস্থানে ফিরে যেতে পারে না।

কাপড়গুলো ড্রয়ারে ঢোকানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে অপু। ওকে পারতেই হবে। পরাজিত হতে ও পারবে না। ও-কি গোছানো কাপড়গুলো আরো অগোছালো করে ফেলেছে? এজন্যই কি কাপড়গুলো একই ড্রয়ারে ফের ঢোকাতে গিয়ে আর আটছে না? কিন্তু কি অবাক কান্ড, ওতো গোছাতেই চেয়েছিলো। তাহলে অগোছালো হয়ে গেলো কেনো? খুব সহজেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায় অপু। যে অপু ঘর গোছাতে গিয়েছিলো ঘর গোছানোতো ওর স্বভাব নয়। মানুষ তার স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। অপু হচ্ছে দূরন্ত এক পাহাড়ী ঝর্ণার নাম। যে মেয়েটি সবকিছু আলতো হাতে গুছিয়ে রাখবে তার নাম নদী। দূরন্ত ঝর্ণার প্রবাহিত জলধারা থেকে জন্ম নেয়া নিটোল, শান্ত, লাজুক, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ নদী।

বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে ফিরে আসে অপু। ভাবছে, এ ঘরেতো কেউ নেই। আর কেউ এখন ঢুকতেও পারবে না। তাহলে আর বাথরুমে যাওয়া কেনো? ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেইতো গায়ের কাপড়গুলো এক এক করে খুলে ফেলা যায়। কেউ দেখবে না। কেউ দেখবে না, এই কথাটি অপুর কাছে খুব খারাপ লাগে। আসলে দেখা উচিত। শুধু একজন দু'জন না, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দেখা উচিত কেমন করে একটি পাহাড়ী ঝর্ণা নিস্তরঙ্গ এক শান্ত নদী হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে একজন মানুষের ভেতর থেকে জেগে উঠা, দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে বেড়ে উঠা একটি জীবন্ত সত্বার মৃত্যু ঘটছে এবং ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে আরেকটি নতুন স্বত্বা। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, উন্মুক্ত বাতাশে গভীর নিঃশ্বাস টেনে, নিসর্গের ভেতরে অবগাহন করেই এ পরিবর্তনটা হওয়া উচিত ছিলো। তা যখন পারা যাচ্ছে না অন্তত বাথরুমের রুদ্ধতার চেয়ে এ ঘরখানিতো ঢের বড়। না হয় ধরেই নেয়া যাক, এ ঘরখানিই আজ বিশ্বব্রহ্মান্ড।

প্যান্টের বেল্টটা একটানে খুলে ফেলে ও। ছুঁড়ে দেয় মেজের ওপর। তারপর জিনসের জিপার টানে, বোতাম খোলে। জিনসটা হাঁটু অব্দি নামিয়ে এনে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে। তারপর আবার প্যান্টটা পরে ফেলে। একটা ভুল হয়ে গেছে। এসব খুলে টুলে স্নান সেরেতো শাড়ি পরতে হবে। কিন্তু শাড়ি কোথায়? শাড়িতো জোগাড় করা হয় নি। তাছাড়া শাড়ি কিভাবে পরতে হয় তা-ও জানে না অপু। পরাটা না হয় খুব শাদামাটাই হলো। না হয় কোনোরকমে সারা গায়ে পেঁচিয়ে নিলো কিন্তু একটা শাড়িতো চাই। চট করে ডিসিশনটা নিয়ে ফেলে অপু। মিলির ঘর থেকে একটা শাড়ি চুরি করতে হবে। 'চুরি' শব্দটা ওকে পীড়া দেয়। একটা মহৎ কাজের সাথে কিছুতেই চৌর্যবৃত্তি জড়িত হতে পারে না। সাথে সাথে শোধরায় অপু। বোনের কাছ থেকে ধার নিচ্ছি। ধার নেওয়া যেতে পারে। ধারের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। তবু নিজেকে ওর ছোট ছোট লাগছে। প্ল্যানিংটা আরো গোছানো হওয়া উচিত ছিলো।

মিলি মনির মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে গেছে। মিলির ঘরে ঢোকে অপু। ওর ভালো শাড়িগুলি সব সেগুন কাঠের আলমারিতে তুলে রাখা। আলমারির চাবি কোথায়? চাবি খুঁজে পায় না অপু। ওয়াডরোবের ড্রয়ার থেকে একটা সাধারণ শাড়ি তুলে নেওয়া যায়। নিচের ড্রয়ারটা টেনে বের করে ও। একটা লাল পেড়ে অফ হোয়াইট সুতি শাড়ি তুলে নেয়। অসাধারণ। এই সাধারণ সুতি শাড়িটাকেই ওর কাছে অসাধারণ মনে হচ্ছে। ওর কেবলি মনে হচ্ছে ও বুঝি ঠিক এই শাড়িটাই খুঁজতে এসেছিলো।

মিলির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অপু। খন্দকার সাহেব নিচে, চিরতার শরবত খেয়ে ড্রয়িংরুমে হাঁটাহাঁটি করছেন। বাথরুমে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি। সিরাজ মিয়া নাস্তার টেবিল সাজাতে ব্যাস্ত। হামিদা লজ জেগে উঠেছে। আরেকটি নতুন দিনের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত রোজকার রুটিন মাফিক। শুধু একজন নিজেকে পাল্টে ফেলছে, জীবন বদলের খেলায় মেতে উঠেছে। তার জন্য আজকের সকালটি আর দশটি সকালের মতো না, এ এক অন্যরকম সকাল, এ এক অন্যরকম দিন। সে খবর কেউ জানে না।

অপু ওর ঘরে ঢুকে দরোজা লক করে দেয়। প্রচন্ড একটা রোমাঞ্চ কাজ করছে ওর মধ্যে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত অপু কিন্তু প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলছে মেপে মেপে। যেন একটু এদিক ওদিক হলেই নৌকা ডুবে যাবে। ও এগুচ্ছে দেখে শুনে, খুব ধীরে সুস্থে। এরকম একটা দ্বৈত স্বত্বা ও কিভাবে ম্যানেজ করছে ভেবে অবাক হয় অপু। আসলে দ্বৈত স্বত্বা না, এটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল স্টেজ। মৃত্যুযন্ত্রণা এবং জন্মানন্দ এই দুয়ের একটা মিশ্র অনুভূতি ওর ভেতরে প্রচন্ড ওলট-পালট ঘটাতে শুরু করেছে। এ যেন কেবল জিনসটা একটানে খুলে ফেলে একটা সুতি শাড়ি গায়ে জড়ানো না। এ কেবল

পোশাক বদলানো না। জীবনের রঙ বদলানো। জীবনের সুর বদলে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে জীবন বদলানো। একটা স্বত্বার মৃত্যু অনুভব করা এবং একটা নতুন স্বত্বার জন্ম দেওয়া।

শাড়িটা খাটের ওপর রেখে দিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ায় অপু। উত্তরদিকে মাথা রেখেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হতে হয়। এবার একে একে শরীর থেকে সমস্ত আবরণ বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে। প্রথমে প্যান্ট খোলে। তারপর গায়ের শাদা টি-শার্ট। ওর পরণে এখন সুতির স্বচ্ছ অন্তর্বাস। একটি শাদা প্যান্টি ও একটি হালকা ঘিয়ে রঙের ব্রা। এগুলো খোলার আগে নিজের শরীরটাকে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দেখতে থাকে অপু। ব্রাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর সুগঠিত, ফর্শা, গম্বুজের মতো স্তনযুগল বেরিয়ে আসে। এবার একটানে কোমর থেকে প্যান্টিটা নামিয়ে দেয়। প্রথমে বাম পা ও পরে ডান পা গলিয়ে সেটা খুলে এনে ফ্লোরের ওপর ছুঁড়ে দেয়। চুলের ব্যান্টটা খুলে ফেলার সাথে সাথে একরাশ গভীর কালো চুল ছড়িয়ে পড়ে ওর ঘাড়ের নিচে, সমস্ত পিঠের ওপর।

ওর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এইমাত্র ওরই গা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কাপড়গুলো।

ও এখন সম্পুর্ণ নগ্ন। নিজের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেই অভিভূত হয়ে যায় অপু। কী আগুনবতী যৌবন ওর শরীরের প্রতি পরতে পরতে। নারীর নগ্ন শরীর ঈশ্বরের তৈরী শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। মায়ের কথা ভাবে অপু। ওকে দু'বছরের রেখেই ওর মা মারা গেছেন। মায়ের কোনো স্মৃতিই অপুর মনে নেই। তবু ও মাকে কল্পণা করে। ওর মা-ও নিশ্চয়ই ওরই মতো একসময় এরকম যৌবনবতী ছিলেন। ওর শরীরের মতোই একটি ঈশ্বর্যশীলা শরীর ছিল। সেই শরীরের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে মিলি, অপু। অপুর এই চমৎকার শরীর ভেদ করেও একসময় ঠিক এমনি করেই কেউ বেরিয়ে আসবে। পৃথিবীকে ও উপহার দেবে একটি অনিন্দ্য সুন্দর শিশু। একটি নতুন প্রজন্ম। কী অদ্ভুত ক্ষমতা মেয়েদের। অপুর এখন নিজেকে ঈশ্বরের কাছাকাছি ক্ষমতাময় মনে হচ্ছে। ও সৃষ্টি করতে পারে। তা-ও কাগজ, পিতল, কাচ, সোনা বা হীরার কোনো বস্তু নয়। মানুষ। ও মানুষ সৃষ্টি করতে পারে। নিজের বুকের দিকে তাকায় অপু। কী চমৎকার সুগঠিত বুক, নতুন প্রজন্মের খাদ্যভান্ডার। এ বুক, এ শরীর পৃথিবীকে ফুলে ফলে ভরিয়ে তোলার জন্যই ঈশ্বর তৈরী করেছেন। হঠাৎ ওর মনে হয় কে যেন ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক অসামান্য নারীমূর্তি।

কে আপনি?

আমি তোর মা।

মা, আমি যে নগ্ন, আমি লজ্জিত।

লজ্জার কিছু নেই। তুইতো আমার মেয়ে। আমার পেটের ভেতর থেকে ঠিক এ অবস্থায়ইতো তুই বেরিয়ে এসেছিলি। শোন অপু, আমি তোকে কিছু কথা বলতে এসেছি।

কি কথা?

তুই যা করছিস, তা কি ভেবে চিন্তে করছিস?

অবশ্যই।

আরো ভেবে দেখ। তোর বাবার কথা ভাব। বয়স হয়েছে। মিলির শোকটা নিতে পারলেও তোরটা হয়ত নিতে পারবে না।

বাবা খুব শক্ত মানুষ।

নিজের স্বার্থে এই যুক্তিটা দিচ্ছিস। তিনি আসলে অতো শক্ত নন।

কিন্তু আমি যে মা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

সিদ্ধান্ততো বদলানোও যায়।

না যায় না। আমি সিদ্ধান্ত বদলাই না।
জানি। তুইতো আমারই মেয়ে। দোয়া করি তুই সুখী হ।

মা কি সত্যি সত্যি এসেছিলেন? নাকি এটা আমার অবচেতন তৈরী করেছে? কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায় অপু। আবার ফিরে আসে ওর নিজস্ব জগতে। বাথরুমে ঢোকে ও। দরোজা খোলা রেখেই শাওয়ারের চাবি ঘুরিয়ে পানি ছাড়ে। ফেনা ফেনা করে সারা গায়ে, বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলোতেও সাবান লাগায়। দীর্ঘ সময় নিয়ে শাওয়ারের ঠান্ডা জলে শরীর ভিজিয়ে একটা শাদা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বের হয়। শুধু একটা তোয়ালে ওর বুক এবং নাভীর নিচের খানিকটা অংশ ঢেকে রেখেছে। বাকী পুরো শরীরটা খোলা। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থার চেয়ে এ অবস্থায় ওকে আরো বেশী রূপবতী লাগছে। ওর সমস্ত শরীর থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে কোনো অপ্সরী নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে।

এবার তোয়ালেটা খুলে ফেলে ও। আর তখনি মনে হয়, ওর মা ওকে নিতে এসেছিলেন। মানুষ মৃত্যুশয্যায় মৃত আপনজনদের দেখতে পায়। ঝুপ করে তোয়ালেটা ওর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। আবারো উত্তরমূখী হয়ে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ায় ও। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাতের তালু একত্রিত করে বুক বরাবর তুলে আনে। এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে একটি পাহাড়ী ঝর্ণার পাদদেশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনারত কোনো এক জলদেবী।

এবার দু'চোখ বন্ধ করে স্পষ্ট উচ্চারণে মন্ত্রপাঠের মতো বলতে শুরু করে,

''হে অনিন্দ্য সুন্দর বসুন্ধরা, গ্রহ নক্ষত্র, ধুমকেতু,
ছায়াপথ, রাত্রির আকাশ, তারকারাজি এবং নিঃসীম
অন্ধকার ব্ল্যাকহোল, হে বিশ্বব্রহ্মান্ডের তাবৎ প্রাণীকূল,
বৃক্ষ তৃণলতাগুল্ম পত্রপল্লবিত নিসর্গের সবুজ বনানী,
প্রান্তরের ঘাস, সুদূরের কাশবন, হে ঋতুবৈচিত্রময়
প্রকৃতির জলবায়ু, বহমান সময়, সৃষ্টিমৌলপঞ্চভূত,
শিশুর নির্মল হাসি, পীড়াক্লিষ্ট মানুষের বেনদার অশ্রুপাত
হে মহাজলধিসকল, অভ্যন্তরের মৎস্য তৃণ শৈবালগুল্ম
সরীসৃপ, তিমি হাঙ্গর ও উত্তাল জলস্রোত
হে মায়াবতী হরিণী, হিংস্র হায়েনা ও বন্যজন্তুসকল
ফলবতী বৃক্ষকূল ও অরণ্যের পুস্পরাজী
তোমরা দেখ, আজ এই মুহূর্তে অপু নামের একটি আধুনিক নারীর মৃত্যু ঘটছে এবং একই স্থানে জন্ম নিচ্ছে আবহমান গ্রাম বাংলার লাজুক নারীস্বত্বার প্রতীক এক রমনী, যার নাম নদী। ধ্বংশ হোক অপুর জয় হোক নদীর।'' বলতে বলতে চোখ খোলে অপু। তারপর ধীরে ধীরে লালপেড়ে অফহোয়াইট সুতী শাড়িটি গায়ে জড়িয়ে নেয়।